ঝিনাইদহে জনবল নিয়োগে আউটসোর্সিং পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আয়োজনে আজ সোমবার সকালে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন, জেলা শাখার সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াবুল হকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

পরে তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেন।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখা ও টিও লাইসেন্সের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সাইমুর রহমান বাদশা, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন পান্নু, ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান, উজ্জল হোসেন, জিল্লুর রহমান, হারুন-অর রশিদসহ উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কৃষি উপদেষ্টা এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন দেশের খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স স্থগিত করা হবে। এটা বাস্তবায়ন হলে দেশের ৪৪ হাজার ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারসহ ৫ কোটি কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেশের তৃণমুলে পড়বে।

তাই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার আহ্বান জানানো হয়। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষি সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন ব্যবসায়ীরা।

পিআরসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহে জামায়াতের স্মারকলিপি পেশ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহে র্যালি ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে তাদের দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেন।

এর আগে শহীদ মিনার চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর, নায়েবে আমির আব্দুল আলিম, সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আওয়াল, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহম্মদ, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য প্রফেসর মতিয়ার রহমান, বাইতুল মাল সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সদর শাখার আমির ড. হাবিবুর রহমান, শহর শাখার আমির অ্যাড. ইসমাইল হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় বক্তারা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি জানান। সেই সঙ্গে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের গণহত্যা ও দুর্নীতির দৃশ্যমান বিচারের দাবি জানান।

মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

অতি মুনাফালোভী দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারণে পেঁয়াজ ও আলুর দর বৃদ্ধি এবং আইনে নিষিদ্ধ খোলা ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক সহ ক্যাব নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাব সদস্য ও মেহেরপুর প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, ক্যাব গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও ক্যাব সদস্য প্রদীপ ও দিলারা জাহান প্রমুখ।

পেঁয়াজ ও আলু এবং ভোজ্য তেল এর বিষয়ে ভোক্তা অধিকার রক্ষা করার দাবি জানিয়ে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিবাদী এই কর্মসূচিতে ক্যাব সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয় করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হকের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আহবায়ক পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল হক, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারিক, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মুজাফফর রহমান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠির সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন মুক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন।

চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার

দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল সমূহকে লাভজনক ও যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগ কে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেছে চিনি শিল্প কতৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যলয়ে পেশ কৃত স্বারকলিপিতে বলা হয়েছে, চিনিশিল্পের কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কে সংস্কার ও ঢেলে সাজানো এবং লাভজনক করার দাবিতে চিনিশিল্প স্বারক লিপি পেশ করেছে ১৫ টি চিনিকলের কৃষি বিভাগ।

১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশবলে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন গঠিত হয়। পরে ১ জুলাই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড এন্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠন করা হয়। এর অধীনে ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকল পরিচালিত হতো। কিন্তু বিগত সরকার লোকসানের অযুহাতে ডিসেম্বর ২০২০ সালে ৬ চিনিকল বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে যে চিনিকলের মিল চালু আছে, তাতেও সরকারের বিনিয়োগ ও সহযোগিতা যথার্থ নয়।

চিনিশিল্পে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার কর্মসংস্থান। আখচাষের ওপর নির্ভর দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় পাঁচ লক্ষ চাষী এবং এর সাথে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আখ একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল এবং চিনি ও শুড় তৈরির প্রধান কাঁচামাল। কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সৃষ্টি, অবকাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিবেশ সুরক্ষা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিশু খাদ্য ও মেডিসিন তৈরিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আখের অবদান অনস্বীকার্য।

আখ একমাত্র ফসল যা কৃষক সরাসরি সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পে সরবরাহ করতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ

[redacted]

[redacted]

[redacted]